দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..0 9.MAR..1996 ... ...
পৃষ্ঠা .. ৪ কলাম ... ৩.....

5C

# একটি চিঠি প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য হিসাবে ধর্ম একটি আবশ্যিক বিষয়। ছাত্রছাত্রীদের এই আবশ্যিক বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তবুও সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা কোন কোন ক্ষেত্রে এই আবশিক বিষয়টি অর্থাৎ ধর্মের পরিবর্তে অন্য চারটি ঐচ্ছিক বিষয় থেকে একটি বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। বোর্ড থেকে এমন বিধান দেওয়া হয়েছে। এরূপ বিধান দেওয়ার একটি বাস্তব হেতু আছে। তা হল অনেক কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যথেষ্টসংখ্যক সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী থাকে না। তাদের জন্য কলেজে পৃথক একজন ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের কোন যুক্তি নেই; তাই যেকোন ছাত্রছাত্রী (যেকোন সম্প্রদায়ের) ধর্মের পরিবর্তে একটি ঐচ্ছিক বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নিয়ে পড়াশোনা করতে এবং পরীক্ষা দিতে পারে।

সুতরাং কলেজে শিক্ষা গ্রহণকালে কোন ছাত্র বা ছাত্রীর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে কখনও কখনও সমস্যা দেখা দেয়। তা হল পরীক্ষার সময়সূচিতে এভাবে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী কর্তৃক নির্বাচিত আবশ্যিক বিষয়টি কিভাবে সন্নিবেশ করা হয় তা নিয়ে।

একজন ছাত্রী চিঠি লিখে জানিয়েছে, ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করার বাস্তব অসুবিধা বিবেচনা করে নিয়ম হিসাবে হিসাব রক্ষা ও কারবার পদ্ধতি বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে সে নির্বাচিত করেছিল। এখন আবশ্যিক বিষয়ের ওপর পরীক্ষা সময়সূচি অনুযায়ী একদিনে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নেওয়া হয়। সেদিন দ্বিতীয় কোন বিষয়ে পরীক্ষা পরীক্ষার্থীকে দিতে হয় না। কিন্তু যেহেতু একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাব রক্ষা ও কারবার পদ্ধতি কথিত ছাত্রীটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নিয়েছে তাই এই আবশ্যিক বিষয়টি যা অন্য পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক বিষয় তা পড়েছে সকালের দিকে এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উচ্চতর গণিত পড়েছে বিকেলের দিকে।

ফলে এ দুটি বিষয়ে যারা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করে পরীক্ষা দিবে সেসব পরীক্ষার্থী তাদের পাঠ্য বিষয় হিসাবে নির্বাচন অনুযায়ী সকালে অথবা বিকেলে একটি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু যেসব ছাত্রছাত্রী হিসাব রক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি বিষয়টি আবশ্যিক হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উচ্চতর গণিত নিয়েছে, তাদেরকে একই দিনে দুটো বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

এটা সকলেই স্বীকার করবেন দুটো বিষয়ে একদিনে পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক ও শ্রমসাধ্য। চূড়ান্ত পরীক্ষায় একই দিনে এই দুটি বিষয় (যার একটি আবশ্যিক) পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। পরীক্ষা ভালভাবে তারা দিতে গিয়ে মানসিকভাবে খুবই চাপ অনুভব করে।

গত রোববার একজন ছাত্রী প্রকাশিত চিঠিতে ঢাকা বোর্ডের প্রতি এই অসুবিধার কথা উল্লেখ করে পরীক্ষার সময়সূচি আংশিক সংশোধন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে তাকে একই দিনে একটি আবশ্যিক বিষয় ও একটি ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে না হয়।

এই অসুবিধা উক্ত ছাত্রীর কিংবা অনুরূপ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন ছাত্রছাত্রীর সৃষ্ট নয়; বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই তারা এরূপ সমস্যার কবলে পড়েছে। কাজেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি যদি বিবেচনায় এনে তাদের এই সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করেন পরীক্ষার সময়সূচি আংশিক পরিবর্তন করে, তাহলে তাদের উদ্বেগ দূর হয়।

আশা করি, ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সহানুভূতি নিয়ে দেখবেন এবং পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ দূর ও অসুবিধা লাঘবের ব্যবস্থা করবেন।